দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

30

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

সমন্বয়হীনতাই বিশৃঙ্খলা অনিয়ম ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির মূল কারণ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে এবার যে চরম বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তার মূল কারণ ছিল সমন্বয়হীনতা। নতুন চালু করা কম্পিউটার পদ্ধতিতে ফল তৈরির দায়িত্ব ছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টারের। ফল প্রকাশের দায়িত্ব ছিল বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকল

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

সমন্বয়হীনতাই

(প্রথম পাতার পর)

পক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে ফল প্রকাশের পুরো প্রক্রিয়াটিই হয়ে পড়ে এলোমেলো, বিশৃঙ্খল।

ঢাকা বোর্ডের ফল প্রকাশ নিয়ে তুঘলকি কাণ্ডের পর বাকি তিনটি বোর্ডের ক্ষেত্রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবেন, এটাই আশা করেছিলেন পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী বোর্ডের ফল প্রকাশ নিয়ে ঘটেছে একই ঘটনা। সময়মত পরীক্ষার ফল পৌঁছায়নি অনেক স্কুলে। পরীক্ষার্থী আর অভিভাবকরা রেজাল্টের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছেন এখানে সেখানে। কোন স্কুলেই মেধা তালিকা পাঠানো হয়নি। ফলে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম দিন জানতেই পারেনি তাদের রেজাল্ট। পরের দিন পত্রিকায় প্রকাশিত মেধা তালিকা দেখে জানতে হয়েছে নিজের কৃতিত্বের খবর।

রাজশাহী থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানান, মেধা তালিকা না পাঠানোয় রাজশাহীর পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা চরম বিভ্রান্তিতে পড়েন। রাজশাহী বিশ্ববিদালয় স্কুলের একজন ছাত্রী মেধাতালিকায় ২য় স্থান অধিকার করে। হোসনাবাদ গার্লস হাইস্কুল, মিশন গার্লস হাইস্কুল এবং রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের কয়েজন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পায়। কিন্তু সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত এরা কেউ তাদের ফল জানতে পারেনি। হোসনাবাদ গার্লস হাইস্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী কর্তৃপক্ষের এ ধরনের খামখেয়ালীতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোঃ বয়েনউদ্দীন মিয়া জানান, কম্পিউটার পদ্ধতিতে ফল তৈরির কারণে এবার আগের নিয়মে ফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিবছর পরীক্ষার ফল সম্বলিত এক হাজার বই ছাপানো হতো। এসব বই সব পরীক্ষা কেন্দ্রে, সংবাদপত্র অফিসে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হতো। বোর্ড অফিসে ফল টাঙ্গিয়ে দেয়া হতো। কর্মচারীদের কাছেও বই থাকতো, ফলে যে কেউ ইচ্ছা করলেই সহজে পরীক্ষার ফল জানতে পারতেন। কিন্তু এবার কম্পিউটারের মাধ্যমে ফল তৈরির কারণে সে সুযোগ ছিল না। কম্পিউটার কেন্দ্রের পক্ষে এক হাজার বই ছাপানো সম্ভব ছিল না। গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে কম্পিউটার প্রিন্ট থেকে বাইরে কোথাও ফল ছাপানোর সুযোগও ছিল না। ফলে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অসুবিধায় পড়তে হয়।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কম্পিউটার পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন দুর্নীতি ও অনিয়মের সুযোগ নেই বলে জানান। তিনি বলেন, আগের পদ্ধতিতেই বরং দুর্নীতির সুযোগ ছিল। যারা এখন দুর্নীতির সুযোগ পাচ্ছে না তারাই এসব অভিযোগ তুলছে। তিনি বলেন, মফস্বলের স্কুলের পরীক্ষার্থীরাও এবার মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। দুর্নীতি যে হয়নি এটাই তো তার বড় প্রমাণ। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টারের কর্মকর্তারাও পরীক্ষার ফল নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তারা বলেন, কম্পিউটার পদ্ধতিতে এ ধরনের অনিয়মের কোন সুযোগ নেই। কম্পিউটার কেন্দ্রে কেবল পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর কম্পিউটারে যোগ করার মাধ্যমে ফল তৈরি করা হয়। খাতা দেখেছেন বোর্ডের পরীক্ষকরা। পরীক্ষকরাও এবার খাতা দেখার সময় জানতে পারেননি কার খাতা দেখেছেন। কারণ খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর ছিল না, ছিল শুধু কোড নম্বর।

জানা গেছে, ফল প্রকাশ নিয়ে এবার কম্পিউটার সেন্টার এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষের মধ্যে বেশ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। কম্পিউটার সেন্টারকে আগে থেকে বলা হয়নি, কত কপি রেজাল্ট বই প্রয়োজন। শেষ মুহূর্তে বেশি সংখ্যক রেজাল্ট বই সরবরাহ করতে বলা হয়। কিন্তু কম্পিউটার কেন্দ্রের পক্ষে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা সরবরাহ করা সম্ভব ছিল না।

ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, নতুন চালু করা কম্পিউটার পদ্ধতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার কারণেই এবার এসব বিশৃঙ্খলা হয়েছে। আগামীতে এ ধরনের বিশৃঙ্খলা হবে না বলেই আশা করা যায়।